পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

# আহমদী



মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

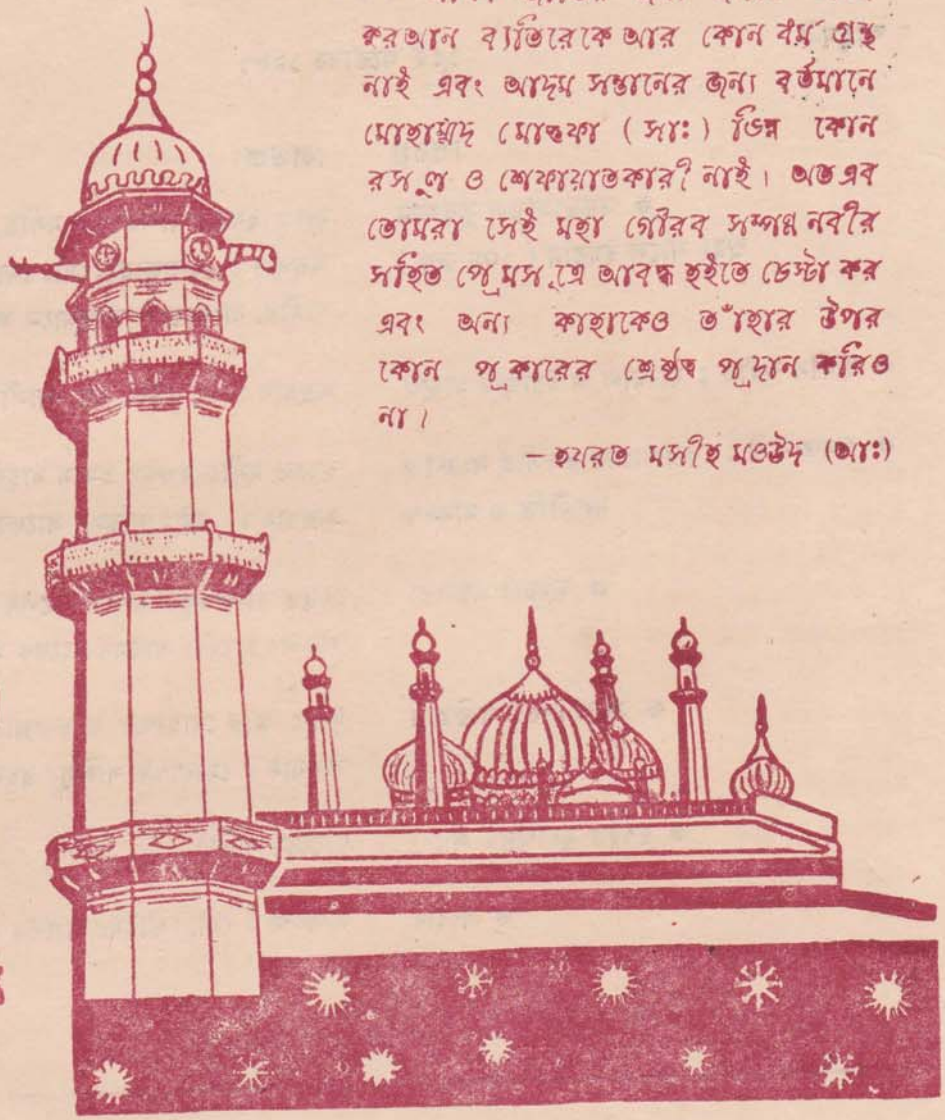

সম্পাদক : এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৫ বর্ষ ॥ ১৮শ সংখ্যা

২৮শে আশ্বিন ১৩৮৮ বাংলা ॥ ১৫ই অক্টোবর ১৯৮১ ইং ॥ ১৬ই জিলহজ্ব ১৪০১ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ১৫·০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩.পাউণ্ড

# সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৩৫শ বর্ষ
১৫ই অক্টোবর ১৯৮১ ১১শ সংখ্যা

| বিষয় | লেখক | |
|---|---|---|
| * তরজামাতুল কুরআন সূরা আলে ইমরান ( ১০ম রুকু ) | মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া | ১ |
| * হাদীস শরীফ : দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজ | অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার | ৩ |
| * অমৃত বাণী : কুরআনের তফসীর সংক্রান্ত মূলনীতি ও মানদণ্ড | হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ | ৫ |
| * জুময়ার খোৎবা | হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ | ৮ |
| * ক্রুশ থেকে পরিত্রান | মূল : স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান | ১১ |
| * হযরত মুহাম্মদ ( সাঃ ) | রাবেয়া লতিফ | ১৩ |
| * সংবাদ | সংকলন : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ | ১৪ |

## 'তাহরীকে জদীদ'-এর চাঁদা আদায়ের তাগিদ

৩১শে অক্টোবর তাহরীকে জদীদের চলতি বৎসর শেষ হইতেছে। সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নী সত্বর নিজ নিজ ওয়াদা পরিশোধ করিয়া আল্লাহতায়ালার অশেষ রহমত ও বরকতের উত্তরাধিকারী হউন।

উল্লেখ্য যে, তাহরীকে জদীদের চাঁদার ন্যূনতম হার হইল বৎসরে এক মাসের আয়ের পঞ্চমাংশ এবং যাহারা নিজে কোন উপার্জন করেন না তাহাদের জন্য বৎসরে ২৪৲ টাকা মাত্র।

بسم الله الرحمن الرحيم  نحمده ونصلي على رسوله الكريم  وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

# আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৫শ বর্ষ : ১১শ সংখ্যা

২৮শে আশ্বিন, ১৩৮৮ বাংলা : ১৫ই অক্টোবর ১৯৮১ ইং : ৩০শে ইখা, ১৩৬০ হিঃ শামসী

## সুরা আলে ইমরান

[ মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ২০১ আয়াত ও ২০ রুকু আছে। ]

( পূর্ব প্রকাশিতের পর—৯ )

### ৪র্থ পারা

### ১০ম রুকু

৯৩। তোমরা কখনও কামেল নেকী পাইতে পারিবে না যে পর্যন্ত না তোমরা যাহা ভালবাস উহা হইতে ( আল্লাহ্র পথে ) খরচ কর, এবং যাহা কিছু তোমরা খরচ কর, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাহা উত্তমরূপে অবগত আছেন।

৯৪। সকল খাদ্যই বনিইসরাইলের জন্য হালাল ছিল উহা ব্যতিরেকে যাহা ইসরাইল ( অর্থাৎ ইয়াকুব ) তওরাত নাযেল হওয়ার পূর্বে নিজের জন্য নিষিদ্ধ করিয়াছিল; বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তওরাত আন এবং উহা পড়িয়া দেখ।

৯৫। ইহার পরও যাহারা আল্লাহ্র নামে মিথ্যা রচনা করে তাহারাই যালেম।

৯৬। বল, আল্লাহ্ সত্য বলিয়াছেন, সুতরাং ( আল্লাহ্র প্রতি ) একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের দীনের অনুসরণ কর, সে মুশরেকগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

৯৭। নিশ্চয় মানবজাতির ( কল্যাণের ) জন্য সর্ব প্রথম ঘর যাহা প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল, উহা মক্কাতে অবস্থিত উহা বরকতওয়ালা ( মোকাম ) এবং সকল জগতের জন্য হেদায়ত ( এর উৎস )।

৯৮। ইহাতে কতকগুলি উজ্জ্বল নিদর্শন আছে ( যথা ) ইব্রাহীমের আবাসস্থান, এবং যে ইহাতে প্রবেশ করে সে নিরাপদ হয়, এবং আল্লাহ্ লোকদের উপর এই ঘরের হজ্ব করা ফরয করিয়াছেন যাহারা সেখান পর্যন্ত যাওয়ার সামর্থ রাখে, কিন্তু যে ইহা অস্বীকার করে, ( সে যেন স্মরণ রাখে যে ) নিশ্চয় আল্লাহ্ জগৎসমূহ সম্বন্ধে বেপরোয়া।

৯৯। তুমি বল, হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহ অস্বীকার করিতেছ এমন অবস্থায় যে তোমরা যাহা কিছু করিতেছ আল্লাহ্ তাহার সাক্ষী।

১০০। তুমি বল, হে আহলে কিতাব! যে ব্যক্তি ঈমান আনে তোমরা কেন তাহাকে

আল্লাহ্‌র পথে বাধা দিতেছ উহাকে (অর্থাৎ পথকে) বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে? অথচ তোমরা (ইহার সত্যতার) সাক্ষী, এবং যাহা কিছু তোমরা করিতেছ আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে আদৌ গাফেল নহেন।

১০১। হে মানবগণ! যদি তোমরা ঐ সকল লোকের মধ্যে হইতে এক দলের আনুগত্য স্বীকার কর যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল, (তাহা হইলে) তাহারা তোমাদিগকে ঈমান আনার পর পুনরায় কাফের করিয়া লইবে।

১০২। এবং তোমরা কিরূপে কুফর করিতে পার, অথচ তোমরাই ঐ সকল লোক যাহাদের নিকট আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহ পাঠ করিয়া শুনানো হয় এবং তাঁহার রসুল তোমাদের মধ্যে (মওজুদ) আছেন এবং যে কেহ আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করে তাহা হইলে (জানিও যে) তাহাকে নিশ্চয় সরল পথে পরিচালিত করা হইয়াছে।

১০৩। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তকওয়া উহার সকল শর্তসহ অবলম্বন কর এবং তোমাদের যেন কেবল চরমাবস্থায় মৃত্যু আসে যখন তোমরা পূর্ণ ফরমাবরদার থাক।

১০৪। এবং তোমরা সকলে মিলিয়া আল্লাহ্‌র রজ্জুকে মজবুত করিয়া ধর এবং তোমরা দলে দলে বিভক্ত হইও না, এবং স্মরণ কর আল্লাহর নেয়মত যাহা তোমাদের উপর হইয়াছে যে, যখন তোমরা একে অপরের শত্রু ছিলে তখন তিনি তোমাদের হৃদয়ে ভালবাসা সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হইয়া গিয়াছিলে এবং তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের কিনারায় ছিলে কিন্তু তিনি তোমাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করিলেন। এইরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁহার আয়াত সমূহ বর্ণনা করেন যেন তোমরা হেদায়েত পাও।

১০৫। এবং তোমাদের মধ্যে (সদা) এমন এক জামাত থাকা চাই যাহারা (জনগণকে) কল্যাণের দিকে আহ্বান করিবে, এবং সৎকাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ করিতে নিষেধ করিবে, বস্তুতঃ ইহারাই সফলকাম হইবে।

১০৬। এবং তোমরা তাহাদের মত হইওনা যাহারা তাহাদের নিকট প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী আসিবার পর দলে দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল এবং পরস্পর মতভেদ করিয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে ইহাদেরই জন্য এক বড় আযাব (নির্ধারিত) আছে।

১০৭। সেদিন কতক (লোকের) চেহারা শুভ্র হইবে এবং কতক চেহারা কাল হইবে, এবং যাহাদের চেহারা কাল হইবে (তাহাদিগকে বলা হইবে, ইহা) কি (সত্য নয় যে) তোমরা ঈমান আনার পর কাফের হইয়াছিলে? সুতরাং কাফের হওয়ার কারণে তোমরা এই আযাব ভোগ কর।

১০৮। এবং যাহাদের চেহারা শুভ্র হইবে তাহারা আল্লাহর রহমতে থাকিবে, তাহারা উহাতে চিরকাল বাস করিবে।

১০৯। এইগুলি আল্লাহর আয়াত সত্য সম্বলিত, যাহা আমরা তোমাকে পাঠ করিয়া শুনাইতেছি, এবং আল্লাহ্ তাঁহার সৃষ্ট জীবসমূহের উপর কোন প্রকার জুলুম করিতে চাহেন না।

১১০। এবং যাহা কিছু আকাশ সমূহে এবং পৃথিবীতে আছে সকলই আল্লাহর, এবং আল্লাহর দিকে সব বিষয় ফিরাইয়া লওয়া হইবে।

মূল :—হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)
বঙ্গানুবাদ :—মোহতরম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঃ আঃ

# হাদিস শরীফ

## দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজ

( পূর্ব প্রকাশিতের পর — ৪ )

৫৪৫। হযরত ইব্‌নে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহে অলোইহে ওয়া সাল্লাম লোকের সম্মুখে দাজ্জালের অবস্থা বয়ান করিলেন এবং ফরমাইলেন : "আল্লাহ্‌তায়ালা এক চক্ষু বিশিষ্ট নহেন। স্মরণ রাখিবেন, মহাবিচরণকারী মসীহুদ-দাজ্জালের ডান চক্ষু অন্ধ। তাহার চক্ষু-গোলক আঙ্গুরের দানার মতো ফোলা থাকিবে।" [ 'মুসলিম 'কিতাবুল-ফেতান ; 'বাবু যিক্‌রিদ্‌-দাজ্জাল ওয়া সিফাতিহি ওয়া মা মায়াহ ; ২:৩২৮ পৃঃ ]

৫৪৬। সাবিব' বলেন : "কিতিপয় লোকের সঙ্গে আমাকে কুফার এক ঝরণায় পাঠানো হইয়াছিল, যেন সেখান হইতে কিছু জন্তু খরিদ করিয়া আনি। যখন আমরা 'কেনাসাহ' নামক স্থানে পৌছিলাম, তখন দেখি কি! এক ব্যক্তির চারিদিকে লোক জমায়েত করিয়া আছে। আমার সাথীরা ত জন্তুর দিকে চলিয়া গেল। আমি ঐ ব্যক্তির নিকট গেলাম। সেখানে যাইয়া জানিতে পারিলাম যে, সেই ব্যক্তি হইতেছেন হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তিনি বলিতেছেন : 'আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অন্য সাহাবাগণ সর্বদা শুভ ও কল্যাণময় খোশ-খবরের বিষয়ে তাঁহাকে ( সাঃ ) জিজ্ঞাসা করিতেন। কিন্তু আমি ভবিষ্যতে পয়দা হওয়ার ফিৎনা-ফ্যাসাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতাম। একদিন আমি নিবেদন করিলাম : 'আল্লাহ্‌র রাসুল, এই সব শুভ দিনের পরে অশুভ দিনও কি আসিবে, ইতিপূর্বে যেমন নাকি ছিল।' তিনি ( সাঃ ) ফরমাইলেন : "তালোয়ার।" আমি নিবেদন করিলাম : 'ফলে কি হইবে'? অর্থাৎ অতঃপর কি হইবে'? তিনি ( সাঃ ) ফরমাইলেন : "গুমরাহীর দিকে আহ্বায়ক লোকগুলি দাঁড়াইবে! এরূপ সময়ে যদি তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌তায়ালার কোন খলিফা দেখ, তবে তাঁহার অনুবর্তিতা ও সহচার্য অবলম্বন করিবে, যদিও সেজন্য তোমাদের দেহ রক্তাক্ত করাও হয়, তোমাদের ধন-মাল লুণ্ঠন করাও হয়। আর যদি আল্লাহ্‌তায়ালার এরূপ খলিফার সঙ্গ না মিলে, তবে জমিনের কোনো কোণে চলিয়া যাইবে, যদিও একাকী বৃক্ষের শিকড় ধরিয়া থাকিয়া তোমার মৃত্যু হয়।" হযরত হুযাইফা বলেন : আমি নিবেদন করিলাম : 'এই সংকটপূর্ণ অবস্থায় আর কি ঘটিবে'? তিনি ( সাঃ ) ফরমাইলেন : "দাজ্জালের প্রধান্য হইবে।" ইহাতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : 'সে কি ভৌতিক ক্রিয়া প্রদর্শন করিবে'? তিনি ( সাঃ ) ফরমাইলেন : "সে নহর চালু করিবে।

অগ্নি দিয়া কাজ চালাইবে। যে তাহার নহরে প্রবেশ করিবে, অর্থাৎ পৃথিবীকে অগ্রগণ্য করিবে, তাহাকে ঐশী সাওয়াব হইতে বঞ্চিত করা হইবে এবং যে ব্যক্তি তাহার অগ্নিতে প্রবেশ করিবে, অর্থাৎ তাহার সৃষ্টিকৃত মুশকিল ও বিপদাবলীর সম্মুখীন হইবে, আল্লাহ্‌তায়ালা হইতে সে সাওয়াব লাভ করিবে। তাহার গোনাহ মাফ হইবে।" হুযাইফা বলেন: 'আমি নিবেদন করিলাম, 'অতঃপর, কি হইবে'? তিনি (সাঃ) ফরমাইলে: "অশ্ব বৎস প্রসবের পর বৎসটি আরোহনোপযোগী হওয়ার পূর্বেই কিয়ামত কায়েম হইবে।" ['মুস্‌নদ, আহমদ হাম্বল; ৫:৪০৩ পৃঃ]

৫৪৭। হযরত আবু সায়িদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন: "একদা মক্কাভিমুখে যাওয়ার সময় ইবনে সাঈয়েদের সহিত সাক্ষাৎকার হইল। এই ব্যক্তি সম্বন্ধে ইহার কোন কোনো আশ্চার্য ক্রিয়া-কাণ্ডের কারণে লোকের ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ঐ-ই দাজ্জাল। ইবনে সাইয়াদ অনুযোগরূপে আমাকে বলিল: 'আমি লোকের দরুন বড়ই দুঃখিত। তাহারা মনে করে যে আমি দাজ্জাল। কিন্তু তুমি কি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট শোন নাই যে, দাজ্জালের সন্তান হইবে না? আর আমার সন্তান আছে। তিনি (সাঃ) ফরমাইয়াছিলেন, যে দাজ্জাল কাফের হইবে এবং আমি মুসলমান। তিনি (সাঃ) ইহাও ফরমাইয়াছিলেন যে, দাজ্জাল মক্কা ও মদিনায় প্রবেশ করিতে পারিবে না এবং আমি মদিনা হইতে আসিতেছি এবং মক্কার ইরাদা রাখি'। অতঃপর সে আমাকে বলিল: 'অবশ্য, কিছু সম্পর্ক ত আমার দাজ্জাল সাথে জরুর আছে। আমি জানি, সে কখন, কোথায় জন্মগ্রহণ করিবে এবং কোথা হইতে উঠিবে। তাহার মাতাপিতাকেও আমি জানি'। আবু সায়িদ বলেন: আমি বলিলাম, খোদা তোমার বোঝাপরা করুন। তোমার কি ভাল বোধ হয় যে তুমিই দাজ্জাল'? ইহাতে ইবনে সায়াদ বলিল: 'যদি আমাকে দাজ্জাল হওয়ার পূর্বাভাব দেওয়া হয় তবে আমি ইহা রদ করিব না।" ['মিশকাত; 'বাবু কিসসাতে ইবনে সাইয়াদ; ৪৭৮ পৃঃ)

৫৪৯। হযরত ইয়াসির বিন জাবের রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন: "কুফায় এক দিন লৌহিত বর্ণ-ধুলা-ঝাঞ্জা হইল। এক ব্যক্তি ভীত সন্ত্রাস্ত উপস্থিত হইল এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন মসউদের (রাযিঃ) নিকট বলিতে লাগিল যে, কিয়ামত উপস্থিত। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসউদ (রাযিঃ) ঠেস দিয়া বসা ছিলেন। সোজা হইয়া বসিলেন এবং ফরমাইলেন: "কিয়ামত যখন কায়েম হইবে, তখন মিরাস বা ওয়ারিশী বণ্টনের প্রশ্ন পয়দা হইবে না এবং যুদ্ধলব্ধ অর্থে কেহই আনন্দিত হইবে না।' অতঃপর, সিরিয়ার দিকে স্বহস্তে ইশারা করিয়া ফরমাইলেন: শত্রু মুসলমানগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য এই দিক হইতে বাহির হইবে'। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: 'শত্রু দ্বারা কি রোমক, তথা খ্রীষ্টান দিগকে বুঝায়'? ফরমাইলেন: হঁ।।" ['মুসলিম; 'কিতাবুল ফেতান; 'বাবু ইকবা-লিরে'াম, ২:৩১৪ পৃঃ মিশর সংস্কঃ ৭।]

(ক্রমশঃ)

['হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ]

—এ. এইচ. এম. আলী আনওয়ার

# হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর অমৃত বানী

## কুরআনের তফসীর সংক্রান্ত মূলনীতি ও মানদণ্ড

নির্ভুল ও বিশুদ্ধ তফসীরের প্রথম মানদণ্ড হইল কুরআনী সাক্ষ্যসমূহ। অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে স্মরণ রাখা উচিত যে কুরআন করীম অপরাপর সাধারণ পুস্তকাবলীর ন্যায় কোন পুস্তক নয় যাহা স্বীয় মর্ম ও তত্ত্বাবলীর সত্যতা ও যথার্থতার প্রমাণ ও প্রকাশের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হয়। বস্তুতঃ ইহা এরূপ এক সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সৌধের ন্যায় যাহার কোন একটি ইষ্টকও নড়চড় হইলে সমস্ত সৌধটির স্বরূপ বিকারগ্রস্ত হয়। ইহার কোন তত্ত্ব এরূপ নয় যাহার সপক্ষে ন্যূনকল্পে দশ বা বিশটি সক্ষ্য স্বয়ং কুরআনেই মওজুদ নাই। সুতরাং যদি আমরা কুরআন করীমের কোন আয়াতের একটি অর্থ করি তাহা হইলে আমাদের দেখা উচিত সেই অর্থের তসদীক বা যথার্থতা প্রমাণে কুরআন করীমের অন্যান্য সাক্ষ্য সমূহ বিদ্যমান আছে কি না। যদি অন্যান্য সাক্ষ্য সমূহ পাওয়া না যায় বরং কুরআন করীমের অন্যান্য সাক্ষ্য সেই অর্থের পরিপন্থী বলিয়া সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে আমাদের বুঝা উচিত যে, সেই অর্থ সম্পূর্ণ বাতিল। কেননা ইহা অসম্ভব যে, কুরআন করীমে স্ব-বিরোধ থাকিতে পারে। সত্যিকার ও যথার্থ অর্থের ইহাই চিহ্ন যে কুরআন করীমের মধ্য হইতেই সুস্পষ্ট সাক্ষ্য সমূহের একটি বাহিনী উহার সমর্থনে বিদ্যমান থাকিবে।

দ্বিতীয় মানদণ্ড হইল রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের তফসীর। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, কুরআন করীমের তত্ত্ব ও অর্থ সর্বাপেক্ষা উপলব্ধিকারী ছিলেন আমাদের প্রিয় ও মহামর্যাদাবান নবী হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। সুতরাং যদি আঁ-হযরত (সাঃ আঃ) হইতে কোন তফসীর সপ্রমাণিত হয়, তাহা হইলে মুসলমানের কর্তব্য, নির্দ্বিধায় তৎক্ষণাৎ উহা গ্রহণ করা। অন্যথায়, তাহার মধ্যে 'এলহাদ" (বিভ্রান্তি) এবং দার্শনিকতার (দুষ্ট) শিরা আছে বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে।

তৃতীয় মানদণ্ড হইল সাহাবার তফসীর। ইহাতে কোনই সন্দেহের অবকাশ নাই যে, সাহাবা (রাযি আল্লাহু আনহুম) আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জ্যোতি সমূহ আহরণকারী এবং নবুওত-জ্ঞানের প্রথম পর্যায়ের উত্তরাধিকারী ছিলেন। তাঁহাদের উপর আল্লাহতাআলার বড়ই অনুগ্রহ বিরাজিত ছিল এবং এলাহী সাহায্য-সমর্থন তাহাদের জ্ঞান ও বোধ-শক্তির সহযোগী ছিল। কেননা, তাঁহারা কথায় নয় বরং কার্যতঃ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞানে উপনীত ছিলেন।

চতুর্থ মানদণ্ড হইল স্বয়ং (তফসীরকার ব্যক্তির) পবিত্র ও পরিশ্রুত আত্মা ও মানসিকতা (তথা নাফসে মাতাহহার)-এর সাহায্যে কুরআন করীমে গভীর মনোনিবেশ করা। কেননা 'নাফসে মাতাহহার-এর সহিত কুরআন করীমের ঘনিষ্ট সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'লা শানুহু বলিয়াছেন : "লা ইয়ামাস্‌সাহু ইল্লাল মুতাহ্‌হারুন" 'অর্থাৎ, কুরআন করীমের বিশুদ্ধ তত্ত্বা বলী একমাত্র সেই সকল ব্যক্তির নিকটই উন্মোচিত হয় যাহারা পবিত্রীকৃত হৃদয়ের অধিকারী হইয়া থাকেন। কেননা পবিত্রীকৃতআত্মা ধারী ব্যক্তির উপর কুরআন করীমের পবিত্র জ্ঞানতত্ত্ব পারস্পারিক সামঞ্জস্যের কারণে সুপ্রকাশিত হয় এবং এরূপ ব্যক্তি স্বয়ং সেগুলিকে সনাক্ত করেন ও শেঁাকিয়া লয়েন এবং তাঁহার অন্তর বলিয়া উঠে, হ্যাঁ, ইহাই সঠিক অর্থ ও সত্য পথ। তাঁহার হৃদয়ের জ্যোতি সত্যকে পরখ ও নির্ণয় করার জন্য একটি উত্তম কষ্টি-পাথর স্বরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ আধ্যাত্মিকতার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত না হয় এবং সেই সংকীর্ণ ও সূক্ষ্ম পথের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়া না যায় যে পথের মধ্য দিয়া আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম অতিক্রম করিয়াছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ইহাই সমীচীন যে মানুষ যেন ঔদ্ধত্ত ও অহংকার ভরে পবিত্র কুরআনের তফসীরকার বনিয়া না বসে। অন্যথায়, উহা তাহার ব্যক্তিগত রায় ভিত্তিক তফসীর বলিয়াই গণ্য হইবে, যাহা হইতে বিরত থাকার জন্য হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে সাল্লাম নির্দেশ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন : 'মান ফাস্‌সারাল কুরআনা বে-রাইয়েহি ফাআসাবা ফাকাদ আখতায়া।"

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত রায়ের মাধ্যমে কুরআন করীমের তফসীর করিয়াছে, সে নিজ ধারণা অনুযায়ী কত ভাল তফসীরই করিয়া থাকুক না কেন, তথাপি সে (প্রকৃত-পক্ষে) খারাপ ও ভুল তফসীরই করিয়াছে।"

পঞ্চম মানদণ্ড : আরবী ভাষার অভিধানও বটে। কিন্তু কুরআন করীম নিজের উপায়-উপকরণ নিজেই এত পর্যাপ্ত পরিমাণে বহণ করে যে, আরবী অভিধান অন্বেষণের আদৌ প্রয়োজন নাই, তবে অবশ্য উহা অন্তর্দৃষ্টির প্রসারতার কারণ হয়। বরং কোন কোন সময় অভিধান স্খলনে কুরআন করীমের অন্তর্নিহিত গোপন সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলীর দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং ফলতঃ কোন কোন রহস্যময় বিষয় প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

ষষ্ঠ মানদণ্ড হইল আধ্যাত্মিক ধারা বা শৃঙ্খলকে বুঝিবার জন্য পার্থিব ধারা বা শৃঙ্খলের বিদ্যমানতা। কেননা খোদাতায়ালার কয়েমকৃত এতদউভয় ধারা ও শৃঙ্খলের মধ্যে সার্বিক সামঞ্জস্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

সপ্তম মানদণ্ড হইল বেলায়েত পর্যায়ের ওহী এবং মাহাদ্দাস (অর্থৎ আল্লাহর সহিত বাক্যালাপের মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি)-এর কাশ্‌ফ বা অভিজ্ঞান সমূহ। এই মানদণ্ডটি প্রকৃতপক্ষে মোট মানদণ্ডের উপর পরিব্যাপ্ত। কেননা মুহাদ্দাসিয়ত পর্যায়ের ওহীর অধিকারী ব্যক্তি

তাঁহার অনুগমন-ভাজন গুরু-নবীর রঙে সম্পূর্ণ রঙীন হইয়া থাকেন এবং সাক্ষাৎ নবুওত ও নব বিধি-বিধান প্রদান ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ই তাহাকে দেওয়া হয় যাহা শরীয়তবাহী নবীকে দেওয়া হইয়া থাকে। তাঁহার উপর নিশ্চিতরূপে বিধিবদ্ধ শরীয়তের প্রকৃত ও সত্যিকার শিক্ষা প্রকাশ করাই ন্যস্ত হয় এবং শুধু এই টুকুই নয় বরং অনুসৃত গুরু-নবীর উপর যে সকল বিষয় নাযেল করা হয় তাহা সবই তাহার উপর পুরস্কার ও সম্মাননা স্বরূপ নাজেল করা হয়। সুতরাং উক্ত ব্যক্তির তফসীর ও বর্ণনা নিছক আনুমানিক বাক্যব্যয় হয় না বরং তিনি দেখিয়া শুনিয়া নিশ্চিত বলেন। এবং উক্ত পথ এই উম্মাতর জন্য খোলা রহিয়াছে। এরূপ কখনও হইতে পারে না যে প্রকৃত ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী এই উম্মতে কেহই না থাকে এবং দুনিয়ার কীট এবং দুনিয়ার জাঁকজমক ও জাগতিক গৌরব ও মর্যাদার অভিলাসে লিপ্ত—এইরূপ ব্যক্তিই নবুওত-জ্ঞানের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী হইবে তাহা কখনও সম্ভব নয়, কেননা খোদাতায়ালার ওয়াদা রহিয়াছে যে, মুহাম্মদায় ( পবিত্রীকৃত আত্মাধারী ) ব্যক্তিগণ ব্যতীত আর কাহাকেও নবুওত-জ্ঞান প্রদান করা হইবে না। অন্যথায় যদি প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার কলুসিত অবস্থা সত্বেও নবীর ওয়ারেশ হওয়ার দাবী করে, তাহা হইলে উহা তো পবিত্র জ্ঞানের সহিত খেলা করার নামান্তর হইবে। ইহা তো চরম অজ্ঞানতার কথা যে, এই উম্মতে প্রকৃত ওয়ারিশ গণের বিদ্যমানবতাকে অস্বীকার করা হয় এবং এই বিশ্বাস পোষণ করা হয় যে নবুওতের সূক্ষ্মতত্ত্বাবলীকে এখন শুধু একটি বিগতকালের কাহিনী বলিয়া জ্ঞান করা উচিত এবং সেগুলির অস্তিত্ব আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত নাই বা তাহা সম্ভবপরও নয় এবং উহাদের কোন দৃষ্টান্তও নাই। বস্তুতঃ বিষয়টি তদ্রূপ নয়। কেননা, তাহাই যদি হইত তাহা হইলে ইসলাম জীবিত ধর্ম ( জিন্দা মজহব ) বলিয়া গণ্য হইতে পারিত না, বরং অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইহাও একটি মৃত ধর্ম বলিয়াই সাব্যস্ত হইত। এমতাবস্থায় নবুওতের আকীদা বা বিষয়টি শুধু একটি বিগত কাহিনী বলিয়াই পরিগণিত হইত, যাহা অতীত ও প্রাচীনকালের ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত হইত মাত্র। কিন্তু খোদাতায়ালা তাহা চাহেন নাই। কেননা তিনি উত্তমরূপে জানিতেন যে, ইসলামের জীবন ও সজীবতার প্রমাণ এবং নবুওতের নিশ্চিত সত্যতা যাহা সদা সর্বকালে ওহীর অস্বীকারকারীগণকে নিরুত্তর ও নির্বাক করিতে পারে তাহা শুধু এমতাবস্থায় ও এরূপেই কায়েম থাকিতে পারে যে, ওহীর ধারাবাহিকতা মুহাদ্দাসিয়তের রঙে চিরকালের জন্য অব্যহত থাকে। সুতরাং তিনি তাহাই করিয়াছেন।" ( 'বারাকাতুদ দোওয়া'-পৃঃ ১৭—২৪ )

অনুবাদ :—মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

# জুমার খোৎবা

## সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস ( আইঃ )

রাবওয়া—১৮ই তবুক/সেপ্টেম্বর, সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস ( আইঃ ) আজ এখানে মসজিদে আকসায় জুমার খোৎবা প্রদান করিয়া বলেন যে, অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিতব্য খোদ্দামুল আহমদীয়া, আনসারুল্লাহ ও লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র কেন্দ্রীয় ইজতেমাগুলিতে সংশ্লিষ্ট সকল মজলিসের শতকরা একশতভাগ প্রতিনিধিত্ব থাকিতে হইবে। হুজুর বলেন, আমি জিলা আমীর, সেলসেলার মুরুব্বী ও মুয়াল্লেমদিগের উপর এই দায়িত্ব ন্যাস্ত করিতেছি যে, প্রত্যেক শহর ও গ্রাম-গঞ্জে জনবসতিতে পৌছিতে চেষ্টা করুন যাহাতে কোন মজলিশই যেন প্রতিনিধিত্ব ও যোগদান হইতে বঞ্চিত না থাকে।

হুজুর ( আইঃ ) উপ-সংগঠন ( যাইলী তনজীম ) গুলির ইজতেমা সমূহে প্রতিটি মজলিসের যোগদানের উপর বিশেষ জোর দেন এবং বলেন যে, জিলা-আমীর ও মুরুব্বী ও মুয়াল্লেমগণ, যাঁহাদের উপর প্রতিটি মজলিসকে ইজতেমা সমূহে যোগদানে পাবন্দ করার ডিউটি ন্যাস্ত করা হইতেছে তাঁহারা নিজেদের প্রাথমিক রিপোর্ট ঈদুল আযহিয়ার দুই দিন পূর্বে অবশ্যই হুজুরের খেদমতে পাঠাইবেন। হুজুর অতি মর্মস্পর্শী ভঙ্গীতে বলেন যে, "যদি এই রিপোর্ট আমি ঈদের দুইদিন পূর্বে পাইয়া যাই, তাহা হইলে ইহা আমার এবং আপনাদের ঈদের আনন্দ বৃদ্ধির কারণ হইবে।" হুজুর বলেন, এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় দফায় রিপোর্ট হুজুরের খেদমতে ইজতেমা অনুষ্ঠানের পূর্ববর্তী শুক্রবার ( অর্থাৎ ১৬ই অক্টোবর ১৯৮১ইং ) পর্যন্ত পৌছান উচিত। প্রত্যেক এলাকা বা জিলার আমীর, মুরুব্বী ও মুয়াল্লেম সাহেবান ইহার অবগতি দান করিবেন যে, তাহাদের এলাকার প্রতিটি মজলিস হইতে খোদ্দাম, আনসার, আতফাল ইত্যাদি ইজতেমায় শরীক হইতেছেন।

হুজুর ( আইঃ ) ইজতেমা সমূহে যোগদান এবং উহার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের বিষয়ে কুরআন শরীফের একটি আয়াতের আলোকে বলেন যে, কুরআন করীম কতিপয় মুনাফেকদের কথা উল্লেখ করে যাহারা বলিয়াছিল যে জেহাদে শামিল হওয়ার জন্য তাহাদের অন্তরেও বাসনা ও প্রেরণা ছিল। কুরআন শরীফ বলিতেছে যে, "তোমরা মিথ্যা কথা বলিতেছ : প্রকৃতপক্ষে জেহাদে শামিল হওয়ার জন্য তোমাদের আদৌ কোন এরাদা ছিল না। ইহার প্রমাণ এই যে, তোমরা জেহাদে শামিল হওয়ার জন্য কোন প্রস্তুতিই গ্রহণ কর নাই।"

ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত সমূহের দ্বারা জেহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শের উপর আলোকপাত করার পর হুজুর বলেন যে, আজ দ্বীনে-হক ইসলামের গালাবা ও প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্যে যে যুদ্ধ চলিতেছে এবং উহা যে সকল অস্ত্রের সাহায্যে লড়িতে হইবে সেই সব অস্ত্রের ব্যবহার, প্রয়োগ ও পরিচালনায় আপনাদের দক্ষতা, পারদর্শিতা এবং আপনাদের প্রেক্টিস ও প্রশিক্ষণ পূর্ণমাত্রায় হওয়া উচিত। হুজুর বলেন, আমাদের হাতিয়ার এবং আমাদের উপায় উপকরণ হইল সেই সকল দলীল-প্রমাণ যেগুলিকে কুরআন করীম بصائر ( বসায়ের ) বলিয়া অভিহিত করিয়াছে—এই সকল দলীল-প্রমাণ বা 'বসায়ের'-এর

মধ্যে রহিয়াছে একে তো যুক্তি, চিন্তা-চেতনা ও বুদ্ধি-জ্ঞানের দিক দিয়া প্রাধান্য বিস্তারকারী শক্তিশালী দলীল-প্রমাণ, এবং দ্বিতীয়তঃ ঐ সকল নিদর্শনাবলী, যেগুলির দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য ও শক্তি প্রকাশ পায়। আর এই সকল উপকরণ আল্লাহ্‌তায়ালা সেই ব্যক্তিকে দান করেন যে হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ )-এর দ্বীনের মাহাত্ম্য বিস্তারে সচেষ্ট ও আত্মনিয়োজিত হয়। হুজুর বলেন, এই সকল উপকরণের দ্বারা অধিকতর উপকৃত হওয়ার জন্য যত্নবান হউন এবং দোওয়া করুন যেন ঐ সব উপাদানে আপনারা ভূষিত হন, সেগুলিকে অর্জন করিতে পারেন এবং সেগুলি কাজে লাগাইয়া উপকৃত হওয়ার তওফিক লাভ করেন।

হুজুর বলেন, ঐ সকল উপকরণের মধ্যে একটি হইল মরকজে আসা এবং এখানে আসিয়া ইজতেমাগুলিতে শামিল হইয়া দ্বীনে-হক ইসলামের নূর হাসিল করা এবং নিজেদের জীবনকে আলোকিত করা। হুজুর বলেন যে, উক্ত উদ্দেশ্যে এরূপ দুইটি নিজাম বা ব্যবস্থা রহিয়াছে যেগুলির জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা জরুরী। এক তো এই যে, এই সকল ইজতেমায় শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে খোদ্দাম, আনসার ও লাজনার মজলিস সমূহ যেন যথাসম্ভব অধিক সংখ্যায় এরূপ ব্যক্তিদের পাঠান যাহারা জ্ঞান-বুদ্ধির দিক দিয়া সতেজ ও সচেতন হয় এবং তাহারা মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ ( সাঃ )-এর প্রীতি অর্জনকারী হয়। হুজুর বলেন, অধিক 'এস্তেগফার' করুন ও 'লা-হওল' পড়ুন, দোওয়া করিতে থাকুন এবং এই একমাত্র উদ্দেশ্যটিই সামনে রাখুন যে, রাসুলে-পাক ( সাঃ )-এর পতাকাকে সমগ্র বিশ্বে সমুন্নত করিতে হইবে।

হুজুর বলেন, এপ্রসঙ্গে তনজীম বা সংগঠন সমূহের দ্বিতীয় কাজ হইল এই যে, ইজতেমা সমূহের যাবতীয় দায়িত্ব পালন ও ব্যবস্থাদির পূর্ণ বাস্তবায়ন দোওয়ার মাধ্যমে করিতে হইবে। যদি তাহারা যাবতীয় প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে দোওয়া করিতে থাকেন তাহা হইলে তাহাদের ব্যবস্থাপনা এবং বক্তৃতা সমূহের প্রোগ্রাম বা কার্যক্রম বাবরকত ও কল্যাণময় সাব্যস্ত হইবে। বক্তাগণেরও দোওয়া করা উচিত, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন তাহাদের কথায় আসর সুপ্রভাব পয়দা করেন। খোদায়ী বরকত ও আশিসে তাহাদের মুখ নিঃসৃত একটি বাক্যও বিপ্লব বা অসাধারণ পরিবর্তন সৃষ্টি করিতে পারে। যোগদানকারীদের জন্য জরুরী তাহারা যেন আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হইতে তাঁহার ফজল ও রহমতের জন্য প্রার্থনারত থাকিয়া ইজতেমা গুলিতে শামিল হন এবং ব্যবস্থাপকগণও ঠিক সেই ধারায় কার্য সমাধা করেন।

কথার মধ্যে বরকত আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ হইতেই আসিয়া থাকে। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া হুজুর বলেন, বিগত বৎসর ইউরোপ ও আমেরিকা সফর কালে একটি বাক্য আল্লাহ্‌তায়ালা আমার মুখ দিয়া বলাইয়াছিলেন এবং সেইটি আমি প্রত্যেক দেশে সেখানকার লোকদের সামনে বার বার উচ্চারণ করি। সেটি ছিল এই :—"Love for all, hatred for none"

ইহার সম্বন্ধে দি হেগ ( হল্যাণ্ড ) হইতে সম্প্রতি সংবাদ ( রিপোর্ট ) আসিয়াছে যে, সেখানকার মেয়র একটি অনুষ্ঠানে স্থানীয় আহমদীদের সম্বোধন করিয়া বলেন যে আপনাদের ইমাম যে শ্লোগান আপনাদের দান করিয়াছিলেন, আমি আপনাদের অনুরোধ করিতেছি যে,

সেই বাণীটি আপনারা হল্যাণ্ডের ঘরে ঘরে পৌছাইয়া দিন। কেননা আজ এই শ্লোগানটি অর্থাৎ Love for all, hatred for none সর্ব সাধারণের মধ্যে প্রচার করার খুব বেশী প্রয়োজন।

পরিশেষে হুজুর বলেন যে, দোওয়া করুন যেন আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের কণ্ঠে বরকত দান করেন এবং আমরা দুনিয়াকে হেদায়েতের আলো দেখাইয়া নিজেদের জীবনের লক্ষ্য নিজেদের জীবদ্দশাতেই অর্জন করিতে পারি। আমীন।

**মানবজাতি ভয়াবহ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। উহাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে জামাত আহমদীয়ার সকলে দোওয়া করুন এবং সদকা দিন।**

হুজুর খোৎবার শেষ দিকে বলেন যে, বর্তমানে মানবজাতি ভয়নাক ও মারাত্মক ধ্বংসের দিকে অগ্রসরমান এবং ইহার চূড়ান্ত ভয়াবহ পরিণাম পরিলক্ষিত হইতেছে। হুজুর বলেন যে সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নী দোওয়া করুন, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন আফ্রিকার মানুষকে অন্তর্দৃষ্টি ও শুভবুদ্ধি দান করেন যাহাতে তাহারা নিজেদেরই হাতে নিজেদের ধ্বংস না ঘটায়। হুজুর বলেন, ইনজারী তথা ভীতিপ্রদ ঐশী ভবিষ্যদ্বাণী দোওয়া এবং সদকার দ্বারা টলিয়া যায়। আজকের মানুষের তো সেই জ্ঞান ও বোধশক্তিরই অভাব। সেইজন্য তাহারা দোওয়া করিতে পারে না। কিন্তু আমরা আহমদীগণ (যাহাদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালা সেই অন্তর্দৃষ্টি ও উপলব্ধি দান করিয়াছেন) আমাদের উচিত, মানবজাতিকে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করার জন্য দোওয়া করা এবং সদকা দেওয়া।

হুজুর বলেন, জামাত আহমদীয়ার উপ-সংগঠন সমূহ যেমন খোদ্দামুল আহমদীয়া, আনসারুল্লাহ এবং লাজনা এমাউল্লা নিজেদের ইজতেমাগুলি অনুষ্ঠানের সময়ে প্রতিটি তনজীম বা সংগঠন ২১টি করিয়া খাসি সদকা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

হুজুর বলেন, আমাদের নিজেদের জিম্মাদারী বা দায়িত্বাবলী বুঝা উচিত। আল্লাহ্‌তায়ালা ফজল করুন এবং মানবজাতিকে অন্ধকাররাশী হইতে ফিরাইয়া সেই আলোর মধ্যে আনায়ন করুন যে আলো হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সমগ্র জগতের জন্য আসমান হইতে নামাইয়া আনিয়াছেন।

(আল-ফজল ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৮১ইং)

অনুবাদ :—মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

---

"তোমরাই আল্লাহ্‌তায়ালার শেষ ধর্ম মণ্ডলী। সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত আর হওয়া সম্ভব নহে। তোমাদের মধ্যে যে কর্মে শিথিল হইয়া পড়িবে, তাহাকে ঘৃণিত দ্রব্যের মত মণ্ডলী হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করা হইবে এবং আক্ষেপের সহিত তাহার জীবনের অবসান হইবে। এরূপ ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না।" ('আমাদের শিক্ষা' পৃঃ ১১)

—হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আঃ)

# ক্রুশ থেকে পরিত্রাণ

[ স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান কর্তৃক প্রণীত
'Deliverance From the Cross' পুস্তকের ধারাবাহিক অনুবাদ ]

( পূর্ব প্রকাশিতের পর—২ )

## প্রথম অধ্যায়: যীশুর জন্ম

ইহুদীদের ধারনা মতে যীশুর জন্ম বিধি সম্মত ছিল না এবং এটাই ছিল যীশুকে অস্বীকার করার পশ্চাতে তাদের প্রধান কারণ। যীশুর প্রতি ইহুদীদের এরূপ অপবাদকে পবিত্র কুরআনে ইহুদীদের অন্যতম প্রধান পাপাচার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: "এবং মরিয়মের বিরুদ্ধে তারা ( ইহুদীরা ) প্রচণ্ড অপবাদ দিয়েছে" সুরা নেসা: ১৫৭)। অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে: "তারা মরিয়মকে অপমানিত করে বলেছে: মরিয়ম, তুমি একটি ঘৃণ্য কাজ করছো.....তোমার পিতা খারাপ ছিলেন না এবং তোমার মাতাও সতীত্বহীনা ছিলেন না।" ( সুরা মরিয়ম: ২৮-২৯ )

যীশুর জন্ম সম্বন্ধে বাইবেলের বর্ণনা মতে মরিয়মের কাছে একজন ফেরেস্তার আবির্ভাব হয়েছিল এবং সেই ফেরেস্তা তাঁকে একটি পুত্র লাভের সুসংবাদ দান করে। এসম্বন্ধে লুক ( Luke )' শীর্ষক বাইবেলে নিম্নোক্ত বর্ণনা রয়েছে:

"খোদার তরফ থেকে গ্যাব্রিয়েল ( জিব্রায়েল ) গ্যালিলির নাজারেথ নামক শহরে ম্যারী ( মরিয়ম ) নামক কুমারীর নিকট আবির্ভূত হয় যার সঙ্গে দাউদের বংশধর যোশেফের বিবাহ হয়েছিল। ফেরেস্তা তার নিকট এসে বললো: 'স্বাগতম, তুমি অনুগ্রহ লাভ করেছো, প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন। নারীদের মধ্যে তুমি ধন্য।" যখন তিনি ( মরিয়ম ) তাকে দেখলেন, তখন তার কথা শুনে তিনি খুবই পীড়িত হইলেন এবং তার মনে এই চিন্তা রেখাপাত করলো যে এই অভিবাদনটির অর্থ কী হতে পারে। তখন ফেরেস্তা তাকে বললো, ম্যারী ভীত হয়ো না; কারণ তুমি খোদার অনুগ্রহ লাভ করেছো। আর দেখো তুমি গর্ভবতী হবে, এবং একটি পুত্র সন্তান লাভ করবে, এবং তার নাম হবে যীশু। তিনি হবেন মহান এবং সর্বোচ্চের সন্তান বলে অভিহিত হবেন: প্রভু খোদা তাঁকে তাঁর পিতা দাউদের সিংহাসন দান করবেন এবং তিনি যাকবের ( ইয়াকুবের ) বংশের উপর চিরকাল রাজত্ব করবেন; এবং তাঁর রাজত্বের কোন সীমা পরিসীমা থাকবে না।' তখন মরিয়ম সেই ফেরেস্তাকে বললেন: কিভাবে এটা সম্ভব—কারণ আমি তো কোন মানুষকে জানি না'! ফেরেস্তা উত্তর দিল এবং তাঁকে বললো: পবিত্র আত্মা তোমার কাছে আসবেন এবং সর্বোচ্চের শক্তি তোমায় ঘিরে থাকবে: সুতরাং যে পবিত্র প্রাণ তোমা হতে জন্ম লাভ করবেন তিনি খোদার পুত্র বলে আখ্যায়িত হবেন।' ( 'লুক' ১:২৬-৩৫ )।

পবিত্র কুরআন এই কথার সমর্থন করে যে হযরত ঈসা ( আ: ) বিনা পিতায় হযরত

মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং এই জন্ম হয়েছিল আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশে যা ফেরেস্তার মাধ্যমে হযরত মরিয়মকে জ্ঞাত করানো হয়েছিল। তাই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

"সেইদিনের কথা স্মরণ করো যখন ফেরেস্তা মরিয়মকে বললো : আল্লাহ্ তোমাকে সম্মানিত করেছেন, এবং পবিত্র করেছেন। তুমি তোমার প্রভুর প্রতি বিনয়ী হও, তাঁর নিকট সেজদা-প্রণত হও এবং উপাসনাকারীদের সঙ্গে একাগ্র চিত্তে তাঁর উপাসনা করো।...... আল্লাহ্ তাঁর কথার মাধ্যমে তোমাকে একটি সন্তানের শুভ সংবাদ দিচ্ছেন যার নাম মরিয়ম পুত্র মসীহ, যিনি এই জগতে সম্মানিত এবং পরজগতেও, এবং যিনি আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি (মসীহ) অল্প বয়স হতেই মানুষকে সদুপদেশ দান করবেন এবং পরিণত বয়সেও, এবং তিনি খোদাভীরুদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। মরিয়ম বললো : প্রভু, কিভাবে আমার পুত্র সন্তান হবে—কারণ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই? ফেরেস্তা বললো : আল্লাহর শক্তির বিকাশ এরূপেই হয়—তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন তিনি কোন কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা করেন। তখন তিনি বলেন : 'হও' এবং তা হয়ে যায়। তিনি তাকে (মসীহকে) কেতাব শিক্ষা দিবেন জ্ঞান শিক্ষা দিবেন এবং তৌরাত এবং ইঞ্জিল শিক্ষ দিবেন, এবং তাকে বণীইস্রায়েলের জন্য নবী হিসাবে পাঠাবেন।"

(সূরা আলে ইমরান : ৪৩, ৪৪, ৪৬ ৪৭ ও ৪৮)

'লুক' লিখিত বাইবেলে যা বলা হয়েছে তার পরিপূরক হিসাবে পবিত্র কুরআনে নিম্নরূপ বর্ণনা রয়েছে : "এই পুস্তকের বর্ণনা অনুযায়ী মরিয়মের ঘটনা করো—কিভাবে মরিয়ম তার লোক-জনদের কাছ থেকে পূর্বদিকে কোন স্থানে তাদের দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল। অতঃপর আমরা তার কাছে আমাদের ফেরেস্তাকে পাঠালাম, এবং সেই ফেরেস্তা মানুষের রূপ নিয়ে তার নিকট অবতীর্ণ হলো। এই ফেরেস্তাকে দেখে আশ্চার্যান্বিত হয়ে মরিয়ম বলে উঠলো : 'তুমি যদি যথার্থই সৎব্যক্তি হও তাহলে তোমার অনিষ্ট থেকে আমি মহা করুনাময় আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' সেই ফেরেস্তা তাকে অভয় দিয়ে বললো : 'তোমার রব কর্তৃক প্রেরিত আমি একজন ফেরেস্তা মাত্র, এবং আমি প্রেরিত হয়েছি তোমাকে একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য।' এই কথা শুনে মরিয়ম আশ্চার্য হয়ে বললো : "এটা কি করে সম্ভব যে আমার পুত্র সন্তান হবে, অথচ কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই এবং আমি সতীত্ব-হীনাও নই? ফেরেস্তা বললো : 'এরূপই হবে', কারণ তোমার রব বলেছেন : আমার জন্য এটা খুবই সহজ। তার (সেই পুত্রের) সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে আমরা তাকে মানুষের জন্য নিদর্শন এবং আমাদের করুণার ফলশ্রুতি-স্বরূপ তৈরী করবো। এই সিদ্ধান্ত এভাবেই নিরূপন করা হয়েছে।' অতঃপর মরিয়ম গর্ভবতী হলো এবং এই অবস্থায় একটি দূরবর্তী স্থানে চলে গেল। সন্তান প্রসব-বেদনা তাকে একটি খেজুর গাছে নিয়ে আসলো। মরিয়ম (প্রসব-বেদনায়) সকরুন কণ্ঠে বললো : 'হায়, আমি যদি এই বেদনার-বিধুর অবস্থার পূর্বেই মরে যেতাম এবং বিস্মৃতির গর্ভে মিশে যেতে পারতাম!' সেই মুহূর্তে নিচ থেকে ফেরেস্তার আওয়াজ তার কানে পৌঁছলো : 'দুঃখ করো না তোমার রব তোমার রব তোমার নীচে একটি প্রস্রবনের ব্যবস্থা করেছেন সেখানে তুমি নিজে এবং তোমার সন্তানকে ধৌত করতে পারবে। তারপর খেজর গাছের শাখা ধরে টান দিলে পাকা খেজুর নীচে পড়বে। এভাবে তুমি পানাহার করো এবং এতশ্রাম গ্রহণ করো। যদি কাউকে এদিকে আসতে দেখো তাহলে বলবে : আমি করুণাময় রবের কাছে একটি প্রতিজ্ঞা করেছি, এবং সে কারণে আজ কারো সঙ্গে কোন কথা বলবো না।" (সূরা মরিয়ম : ১৭-৩)।

(ক্রমশঃ)

অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

# হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)

—রাবেয়া লতিফ

ওগো বরেণ্য নবী
মুহাম্মদ তব প্রশংশিত নাম
চরম প্রশংসিত তুমি ॥
তোমার পরশে জেগেছে হরষ
ধন্য হয়েছে এ ধরা-ভূমি ॥
কোন সুদূরে এসেছিলে তুমি
পাপেরে করিতে দূর
তব আগমনে দিকে দিকে মৃত,
লভিল প্রাণ, জাগিল হৃদয়
মুখে তৌহীদের গান ॥
যে শীর্ণ নদী গিরিচূড় হতে—
নামিয়া আসিল ক্ষুদ্র ধারায় ॥
দেখিতে দেখিতে প্লাবিত করিল
ধরণী তল,
জগৎ জাগিল বিপুল সাড়ায় ॥
ধন্য মানিল আকাশ বাতাস
ধন্য মানিল ধরণী ভূমি ॥
ফুটিয়া উঠিল হৃদয় কলিকা
সুন্দর তব চরণ চুমি
যে দিকে তুমি প্রসারিত কর—
তব পবিত্র হাত ॥
সকল কালিমা বিদূরিত হল
হলো শাদ ও আবাদ।
যুগ যুগ হলো পার ॥
হে বিশ্ব-নবী ! তোমার উম্মত
ভুলে গেছে তব পুণ্যময় স্মৃতি
ভুলে গেছে তব কোরআনের সার ॥
তাই প্রতি ক্ষণে প্রতি পলে ॥
ডুবিতে ছিল যে তারা
পাপের অতল তলে ॥
আল্লাহ্ মেহেরবান ॥
পাঠায়েছে তব প্রশংসাকারীকে
করিতে তোমার গান ॥
তুমি যে প্রশংসিত ভুলিবে জগৎ
সাধ্য কি আছে তার ?
তোমার তরনী নিয়ে যাবে পার
আল্লাহ্ নিয়েছে ভার।
আহ্মদ হয়েছে দাঁড়ী।
তৌহিদের তরী চলিছে বাহিয়া
দিয়েছে সাগর পাড়ি ॥

# ঃ সংবাদ ঃ

## হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর পক্ষ হইতে
## বাংলাদেশ জামাতে আহমদীয়ার নামে ঈদের প্রীতিপূর্ণ বাণী

Ameer,
Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya
Dacca, Bangladesh

Assalamo Alaikum and Eid Mubarak to you and the Jamat ( ) May Allah bless you and grant you all true happiness and joy (.) May He support you and preserve you ( ) May you be counted in His eyes among those who put their trust solely in Allah and are always truly and completely faithful to Him (.) Ameen

Khalifatul Masih
Rabwah, Pakistan.

অনুবাদ ঃ

আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া,
ঢাকা, বাংলাদেশ।

আপনাকে এবং জামাতের সকলকে আসাসালামু আলাইকুম এবং ঈদ-মোবারক জ্ঞাপন করিতেছি। আল্লাহতায়ালা আপনাদিগকে বরকত দিন এবং সকল প্রকারের সত্যিকার আনন্দ ও উৎফুল্লতায় ভূষিত করুন। আল্লাহ্তায়ালা আপনাদের সহায় ও রক্ষক হউন, আপনারা তাঁহার দৃষ্টিতে সেই সকল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হউন যাহারা সম্পূর্ণ আল্লাহতে নির্ভরশীল এবং সদা তাঁহাতে সত্যিকার ভাবে পূর্ণ বিশ্বস্ত। আমিন।

খলিফাতুল মসীহ সালেস
রাবওয়া, পাকিস্তান

## হুজুর ( আইঃ )-এর খেদমতে মোহতারম আমীর সাহেবের উত্তর

Hazrat Khalifatul Massih III
Rabwah, Pakistan.

Respectful salams and Eid Mobarak from humbleself and Jamat (.) May Allah grant success to Huzur Aqdas in dispelling darkness from the face of the earth by the spread of the light of Islam all over (.) May He favour us as Huzur s servants to stand united and firm in obedience to evry call for service and sacrifice in the cause of Islam.

Muhammad
Ameer, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya

## জামাতের নামে মোহতারম আমীর সাহেবের
## ঈদের বাণী

প্রিয় ভ্রাতা, আসসালামো আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে আমি আপনাকে এবং জামাতের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা প্রতিটি আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীকে ঈদ মোবারক ও আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইতেছি। আমি দো'য়া করিতেছি, আল্লাহতা'লা আপনাদের প্রত্যেকের এবং এই আজেযের অন্তরে ও আমলে কুরবানীর সত্যিকার রুহ সঞ্চারিত করিয়া দিন ও কায়েম রাখুন এবং আমরা শিসা গলিত প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ হইয়া হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস ( আইঃ )-এর কামেল এতায়াত করিয়া ইসলামের বিশ্ব বিজয়কে তরান্বিত করার কাজে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিয়া যাইতে পারি। আমিন। ওয়াসসালাম। খাকসার—মোহাম্মদ

আমীর,

বাঙলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

## হুজুর ( আইঃ )-এর স্বাস্থ্যের জন্য
## বিশেষ দোওয়ার তাহরীক

রাবওয়া—বিগত ২৫শে সেপ্টেম্বর, হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস ( আইঃ ) অসুস্থতা শতঃ জুমার খোৎবা প্রদান এবং নামাজ পড়াইবার জন্য মসজিদে যাইতে পারেন নাই এবং হুজুরের নির্দেশক্রমে মৌলানা নজির আহমদ মুবাশ্বের সাহেব জুমার নামাজ পড়ান এবং খোৎবা প্রদান করেন। খোৎবার পরিশেষে তিনি জামাতের নামে হুজুর ( আইঃ )-এর বিশেষ পয়গাম জ্ঞাপন করেন যে ভ্রাতা ও ভগ্নীরা যেন হুজুরের আরোগ্য লাভের জন্য খাসভাবে দরদে-দেলের সহিত দোওয়া করেন।

উল্লেখ্য যে, 'আল-ফজলে'র মাধ্যমে উক্ত সংবাদ ও হুজুরের পয়গাম প্রাপ্তির পর ঢাকা বকেন্দ্রীয় মসজিদে বিগত জুমার নামাজে হুজুরের জন্য দোয়া করা হয় এবং নামাজের পর একটি খাসি সদকা ( কুরবানী ) দেওয়া হয়। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী প্রিয় ইমাম হযরত হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস ( আইঃ )-এর শীঘ্র ও পূর্ণ শেফা এবং কর্মক্ষম দীর্ঘায়ুর জন্য নিয়মিত সদা খাসভাবে দোয়া জারী রাখিবেন।

## মজলিশে আনসারুল্লাহর
## ঢাকা বিভাগীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত

বিগত ৪ঠা অক্টোবর ১৯৮১ ইং রোজ রবিবার ঢাকা বিভাগীয় মজলিসে আনসারুল্লাহর আঞ্চলিক ইজতেমা আল্লাহতায়ালার ফজলে পূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম আমীর সাহেব উক্ত ইজতেমায় উদ্বোধনী ও সমাপনি ভাষণ দান করেন। বিস্তারিত বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

## সন্তান তওল্লদ

বিগত ২০শে সেপ্টেম্বর বিকাল সাড়ে চার ঘটিকায় আল্লাহ্‌তায়ালা জনাব বশিরুদ্দীন আফজাল আহমদ খান চৌধুরীকে এক পুত্র সন্তান দান করিয়াছেন। নবজাত ভূতপূর্ব বঙ্গীয় প্রাদেশিক আমীর মোহতারম খান বাহাদুর আবুল হাশিম খান চৌধুরী (রহঃ)-এর প্রপৌত্র। তাহার দীর্ঘায়ু ও খাদেমে-দ্বীন হওয়ার জন্য ভ্রাতা ও ভগ্নিদের নিকট দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

## শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, ১৫ই অক্টোবর বেলা দ্বিপ্রহর খরমপুর জামাতের প্রেসিডেন্ট ও প্রবীন আহমদী জনাব মৌঃ গোলাম মৌলা খাদেম সাহেবের স্ত্রী চট্টগ্রামে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ... ... রাজেউন। মরহুমার রুহের মাগফিরাত ও দারজাতের বুলন্দির জন্য এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত স্বামী, পুত্র-কন্যা ও পরিবারের অন্যান্য সকলের ধৈর্য্য ধারনের জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

## দোয়ার আবেদন

ব্যাংকে কর্মরত আমার দ্বিতীয় ছেলে সেখ মোবারক আহমদ দীর্ঘদিন যাবৎ মস্তিষ্ক বিকৃতি রোগে ভুগিতেছে। সকল ভ্রাতা ও ভগিনীর নিকট খাস দোয়ার আবেদন করিতেছি।

—সেখ আবদুল আলী ( অবসর প্রাপ্ত পোষ্ট মাষ্টার ) বি, বাড়িয়া।

## শুভ বিবাহ

হায়দ্রাবাদ নিবাসী জনাব সিরাজুল হক সাহেবের প্রথমা কন্যা মুনিরা সুলতানা [বি, এস-সি,] এর সহিত গ্রাম লিগনান, পোষ্ট কাশমালি, হাওড়া, বর্তমানে তেজগাঁও নিবাসী জনাব শেখ আইনুদ্দীন সাহেবের প্রথম পুত্র শেখ মতিউর রহমান, [ অনার্স, এম, এ, বি, এড, ]-এর সহিত পাঁচ হাজার টাকা দেন মোহর ধার্যে বিগত ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৮১ কাদিয়ানে সুসম্পন্ন হয়। হযরত সাহেবজাদা মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেব ( নাজেরে আলা, কাদিয়ান ) কর্তৃক বিবাহ পড়ান হয়।

উক্ত বিবাহ শুভ ও বাবরকত হওয়ার জন্য ভাই ও বোনদের নিকট আন্তরিক দোয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

## কৃতি ছাত্র

এম, এম, তারিকুল ইসলাম ( কাজল ) ঢাকা সেন্ট গ্রেগরী উচ্চ বিদ্যালয় হইতে ঢাকা বোর্ড অনুষ্ঠিত ১৯৮০ সনের জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়াছে, সে বর্তমানে ঐ স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগে নবম শ্রেণীর ছাত্র, সে জনাব আমীরুল ইসলাম, এম, এ, এল এল, বি ( আলীগড় ) এডভোকেট সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশ ও বেগম উম্মে কুলসুম খানমের কনিষ্ট পুত্র। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

# হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ ( আঃ ) কর্তৃক প্রবর্তিত

# বয়াত ( দীক্ষা ) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

( ১ ) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক ( খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা ) হইতে পবিত্র থাকিবে।

( ২ ) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

( ৩ ) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমুহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ ( প্রশংসা ) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্চনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পাশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

( ৭ ) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

( ৮ ) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

( ৯ ) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

( ১০ ) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস্‌ সালামের ) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। ( এশতেহার তকমীলে তবলগী ...ই জানুয়ারী ...

# আহমদীয়া জামাতের ধর্ম্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন ঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল-হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshib zar Road, Dacca-1.
Phone No 283635